"মাপত্যবুদ্ধিমকুথাঃ" এই স্থানে 'মা'—এই অব্যয়ের যোগে 'অকুথাঃ' এই অড়াগম হওয়া অসঙ্গত হইলেও আর্য অর্থাৎ ঋষিবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—এইরূপ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু "অকুথাঃ" এই অকারটি নিষেধবাচী। যেহেতু শব্দকোষে অভাবার্থে ন, হ্ন, নো, নেতি—এই সকল শব্দপ্রয়োগ হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব 'মা' এই পদটি নিষেধবাচী এবং 'অকুথাঃ' শব্দের অকারটিও নিষেধবাচী বলিয়া "দ্বৌ নঞৌ স্বীকৃতার্থঃ দ্যোতরতঃ"—এইরূপ উল্লেখ থাকায় অর্থাৎ দুইবার নিষেধবাচীপদে স্বীকৃতি অর্থই প্রতীতি করায় বলিয়া এ স্থলে "হে বসুদেব দেবকী! সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে তোমরা সর্ব্বথা পুত্রবুদ্ধিই কর"—এইরূপ বলা হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবানকে ভগবান বলিয়া জানা বা না জানার প্রতি আদর না রাখিয়া কেবল রাগানুগা-ভক্তিরই অনুষ্ঠান করা প্রশস্ত; "জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যেবৈ মাম্" ইত্যাদি ১১।১১।৩৩ শ্লোকার্থের মর্ম্মে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব শ্রীগোকুলেই রাগাত্মিকা ভক্তির ঐশ্বর্য্যজ্ঞানগন্ধশূন্য পুত্র, সখা, কান্তভাবে বিশুদ্ধরূপে আছে বলিয়া সেই রাগাত্মিকার অনুগা ভক্তিই মুখ্যতম—একথা পূর্ব্বে সুন্দরই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে অন্যত্র বিশুদ্ধ রাগাত্মিকার সম্ভাবনা নাই বলিয়া রাগানুগামাহাত্ম্য দৃষ্টিতে হউক অথবা শ্রীভগবানের পূর্ণ ভগবত্তা দৃষ্টিতেই হউক, শ্রীকৃষ্ণভজনের মাহাত্ম্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যেও শ্রীগোকুল-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ভজনের মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণভজনমাত্রের মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রমেই শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদিঋষিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ১।৪৫ শ্লোকে বলিয়াছিলেন—"হে মুনিগণ! আপনাদের কর্ত্তৃক আমি অতি পবিত্রবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়াছি; এই জিজ্ঞাসাটিই লোক-মঙ্গলজনক। যেহেতু আপনারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা চিত্ত সুপ্রসন্নতা লাভ করে।" সেই প্রসঙ্গে এইরূপ বলা কর্ত্তব্য যে—পূর্ব্বে মুনিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে কি উপায়ে মনঃপ্রসন্নতা লাভ করে—এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীসূত গোস্বামী কিন্তু তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নেরই মনঃশুদ্ধির হেতুতারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ" অর্থাৎ মানবমাত্রের সেইটি পর ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে রুচিলক্ষণা ভক্তির উদয় হয় ইত্যাদি ১।২।৬ শ্লোকোক্ত প্রকারে তাহার পরে উল্লিখিত প্রকরণে, যেমন অতিশয় প্রযত্নে কর্ম্মার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিতে নিষ্ঠা পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হইলে শ্রীরাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি ভগবদবতারের ভজনের চিত্তশুদ্ধির হেতুতা উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণভজনের কিন্তু সেইপ্রকার নহে। এই প্রসঙ্গের